প্রবাস পার্বণী ১

মীর সাদেক হোসেন

পার্বণী মানে উৎসবের উপহার। আসলেই তিন দিন ব্যাপী উপহারের বিশাল ডালি নিয়ে সিডনিতে হাজির হল প্রবাস পার্বণী। উপহারের ডালিতে আছে দুই বাংলার জনপ্রিয় শিল্পীদের গান, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ট্যালেন্ট শো, বিভিন্ন পণ্য আর রকমারি খাবারের স্টল। সিডনীর ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলস-এ দোসরা নভেম্বর ২০১২ থেকে শুরু হল প্রবাস পার্বণী। চলবে ৪ঠা নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত। কথা হল ইভেন্ট পার্টনার "ক্যান্ডিড কমিউনিকেশন"-এর সায়ন্তন দাস অধিকারীর সাথে। জানতে চাইলাম প্রবাস পার্বণী নামের এই বারোয়ারী অনুষ্ঠান সম্পর্কে। কি করে এত বিশাল আয়োজন সম্ভব হল? কারা আছেন এর পেছনে? সদালাপী সায়ন্তন দা বললেন, প্রবাস পার্বণী নামে অতীতে ইংল্যান্ড আর আমেরিকাতে উৎসবের আসর বসেছিল। বাজার যাচাই করে করে দেখা গেছে অস্ট্রেলিয়াতেও এমন অনুষ্ঠানের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সেই চাহিদার কথা চিন্তা করেই প্রবাস পার্বণী ইংল্যান্ড, আমেরিকার পর এখন অস্ট্রেলিয়াতে। দর্শকদের সাড়া পেলে প্রতি বছর এমন আয়োজনের ইচ্ছে আয়োজকদের আছে জানালেন সে কথা। সায়ন্তন দা আরো বললেন, তিন দিন ব্যাপী এই সাংস্কৃতিক মহা সমারোহে দুই বাংলার জনপ্রিয় শিল্পীদের গান তো থাকছেই, আরো আছে বাংলা চলচ্চিত্র বালুকাবেলা ডট কম এবং অবশেষে-এর প্রদর্শনী, কিডস ট্যালেন্ট হান্ট, সেরা দম্পতি, সেরা সুন্দরী ও গানের কোকিল নির্বাচন। এছাড়া নানা জাতীয় পণ্যের আর খাবারের স্টল তো থাকছেই। খাবারের খাঁটি স্বাদ দেবার জন্য কোলকাতা থেকে পাচক আনা হয়েছে। অনুষ্ঠান যেন সফল হয় তার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেনি আয়োজকরা।

উৎসবের প্রথম দিন অনুষ্ঠান শুরু হল সন্ধ্যের পর। ঘড়ি ধরে ঠিক আটটায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালক জুন মালিয়া দর্শকদের অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করলেন। জুনকে আগে যেন কোথায় দেখেছি। মাথার ভেতর ঘুণে ধরা হার্ডডিস্কটাতে বার কয়েক চাটি মারার পর মনে পড়ল একটা গান, সোনালী প্রান্তরে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, দখিনা পবনেতে অন্ধ আবেশে কাটে না এই মন। সেই গানের সূত্র ধরে মনে পড়ল জুনকে দেখেছি বাসু চ্যাটার্জী'র "হঠাৎ বৃষ্টিতে"। অনুষ্ঠানের দিন লাল শাড়িতে জুনকে লাগছিল বেশ। শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ কুনাল ঘোষকে জুন মঞ্চে আহবান জানালেন স্বাগত ভাষণ প্রদানের জন্য। সাংসদ তার বক্তব্যে সকলকে বিনীত অনুরোধ জানালেন পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ করার।

এরপর মঞ্চে এলেন ভূপেন্দর সিং এবং মিতালী সিং। সাথে তবলা, গিটার, কিবোর্ড আর বাঁশী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০তম জন্মবার্ষিকীকে স্মরণ করে পুরানো সেই দিনের কথা দিয়ে শুরু করলেন মিতালী। তবে শুরু করেই ক্ষান্ত হলেন না। উপস্থিত সবাইকে সাথে গাইবার জন্য অনুরোধ

করলেন। এত মিষ্টি অনুরোধ কি আর হেলা করা যায়। উপস্থিত ছোট-বড় সবাই গলা মেলাল। গানের এক ফাঁকে দর্শকদের মাঝ থেকে হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে বললেন, এই দুনিয়া এখন তো আর সেই দুনিয়া নাই। তার সাথে গলা মিলিয়ে পাশ থেকে আরেকজন বললেন, ঠিকি বলেছেন এই দুনিয়া আর সেই দুনিয়া নাই। হঠাৎ দুনিয়ার আবার কি হল, এই প্রশ্নে সবার যখন বেহাল অবস্থা তখন মিতালি দি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই গাইব। সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক দুনিয়ার তাহলে কিছু হয়নি। কথা রাখতে মিতালি দি গান শুরু করলেন, এই দুনিয়া এখন তো আর সেই দুনিয়া নাই, মানুষ নামের মানুষ আছে দুনিয়া বোঝাই, এই মানুষের ভিড়ে আমার সেই মানুষ নাই। অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা গান যা মিতালি দি'কে জাতীয় পুরষ্কার এনে দিয়েছিল। কোন বিরতি ছাড়া টানা দু ঘণ্টা গান শোনালেন ভূপেন্দর আর মিতালী। দুজনে মিলে জনপ্রিয় কিছু গজল আর ছায়াছবির গানসহ পরিবেশন করলেন। অনুষ্ঠান শেষ করতে মন সায় না। শ্রোতার মন বলে আরো শুনি। শিল্পীর মন বলে আরো গাই। কিন্তু শুরু করলে তার শেষ তো থাকবেই। যাবার বেলায় শ্রোতার প্রতি তুষ্ট শিল্পী গাইলেন, আমি বম্বে থাকলাম, বিদেশ ঘুরলাম,বাংলা শ্রোতার মত শ্রোতা পাইলাম না, আমার প্রাণ জুড়াইয়া গেল তোমাকে পাইয়া।

কথা হল প্রতিদিনের চিফ রিপোর্টার কৃষ্ণ কুমার দাসের সাথে। প্রবাস পার্বণী সম্পর্কে জানতে চাইলে বললেন, আমরা চাই বাংলার খবর স্থান-কাল-পাত্রের গণ্ডি পেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক। সে লক্ষ্য থেকেই দুই বাংলার জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলা ভাষা-ভাষীদের মধ্যে একটা সেতু বন্ধন তৈরি করতেই এই প্রবাস পার্বণী নিয়ে এবারে আমরা অস্ট্রেলিয়া এসেছি।

যারা না হলে এমন বিশাল আয়োজন সফল হয় না তারা হল সংবাদ প্রতিদিন, আমেজ চা, গ্লোবাল গ্রুপ অফ ইন্সটিটিউশন, আরিশ, নিপরো, অনন্ত, চ্যানেল পার্টনার চ্যানেল টেন, জায়া মিসরা, প্রিয় গোপাল বিষয়ী, ভাস্কর শ্রীনিকেতন, জয়লক্ষী, ফ্লিম পার্টনার ডাটা বাজার মিডিয়া, আরসালান রেস্টুরেন্ট এন্ড কেটারার কোলকাতা, নব কৃষ্ণ গুই, কাশী ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, ইভেন্ট পার্টনার ক্যান্ডিড কমিউনিকেশন এবং সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স।

বঙ্গ ভাষা-ভাষীদের সব অনুষ্ঠানেই একটা পর্ব থাকে, যার নাম আয়োজক পর্ব। এই পর্বে অনুষ্ঠানের আয়োজকদের সাথে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। কিছু বিনয়ী লোকজন মঞ্চে ওঠেন, তাদের হাতে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক শ্রদ্ধার স্মারক তুলে দেন। কোন অনুষ্ঠানে যখন এই পর্বের সম্মুখীন হই তখন এই পর্বের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে। ভাবি মূল অনুষ্ঠান বন্ধ রেখে এই শ্রদ্ধার স্মারক প্রদানে কতটুকু শ্রদ্ধা বাড়ে। সূর্যের উপস্থিতি টের পেতে সূর্যের অভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপের দরকার পড়ে না। সূর্য যদি নিজের উপস্থিতি প্রমাণের জন্য ঘাড়ের উপর এসে পড়ে তাহলেই হয়েছে। এমনি সূর্যে দিকে সরাসরি তাকানো দায় আর ঘাড়ের উপর থাকলে তো কথাই নাই। জ্বলে ভস্ম ছাই। সরাসরি তাকানো দায় বলে সূর্যের উপস্থিতি কেউ কিন্তু অস্বীকার করে না। সূর্য না থাকলে যে কিছুই আর টিকবে না তা নির্বোধও জানে। কোন অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকও সূর্যের মতো। অস্বীকার করার উপায় নাই তবে তাকানো যায় না। চোখ ঝলসে যেতে পারে। আজকের অনুষ্ঠানে আয়োজক পর্ব ছিল অনুপস্থিত। এই পর্ব বাদ দিয়ে মূল পর্বের জন্য সময় রক্ষা করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আয়োজকদের। সাধুবাদ জানাই একটা পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠান উপহার দেবার জন্য।